দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 JAN 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে অননুমোদিত বইয়ের বোঝা

বাংলাদেশ সরকার প্রথম হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করিয়া আসিতেছে। এইজন্য বর্তমানে সরকারের ব্যয় হইতেছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। ২০১০ সালে যখন এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সরকারিভাবে ২৩ সহায়ক বইয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে ২০১৩ সাল হইতে এই বইগুলিও এখন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রকাশ করিতেছে এবং প্রদান করিতেছে বিনামূল্যে। অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যের বই প্রদানে সরকার এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ব্যাপারে অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত থাকিবার কথা। কিন্তু তাহারা নিশ্চিন্ত ও চাপমুক্ত থাকিতে পারিতেছেন না। কেননা সরকারিভাবে প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তকের বাহিরেও তাহাদের একগাদা বই ক্রয় করিতে হইতেছে। এইজন্য তাহাদের ব্যয় করিতে হইতেছে ৬৫০ হইতে দেড় হাজার টাকা। বিশেষত রাজধানীসহ দেশের প্রায় সকল বেসরকারি স্কুলে এই বাড়তি বই চাপাইয়া দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাইতেছে। বর্তমানে বাংলাবাজার, নীলক্ষেতসহ ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বইয়ের বাজারে এনসিটিবির অনুমোদনের বাহিরে প্রায় পাঁচ শত বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে বলিয়া ইত্তেফাকের এক খবরে জানা যায়।

স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ভারী করিবার জন্য প্রধানত এই অননুমোদিত বইগুলিই দায়ী। এই বইগুলির মধ্যে রহিয়াছে একাধিক বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই। একশ্রেণির শিক্ষকের যুক্তি হইল, এনসিটিবির বই ততটা মানসম্পন্ন নহে। এইজন্য অন্য বইয়ের সহায়তা দরকার। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি অসত্য ও অগ্রহণযোগ্য কথা। এনসিটিবির বইয়ের লেখক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তাহা সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকাশনীর অননুমোদিত বইয়ে অনেক সময় সম্পাদনার কোনো ছাপই থাকে না। বইগুলি লিখিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতাকেও অনেক সময় বিবেচনা করা হয় না। শুধু যে ব্যাকরণ ও গ্রামার বই অতিরিক্ত হিসাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহাই নহে, অনেক সময় সমাজ, ধর্ম, একাধিক ইংরেজি বই (যেমন বিদেশি কোর্সবুক, ওয়ার্ডবুক, স্টোরিবুক) ইত্যাদি পড়িতে বাধ্য করা হয়। এইসব বই পড়িলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে না, এইকথা আমরা বলি না। কিন্তু ইহাকে অপশন হিসাবে রাখাই ভালো। শিক্ষার্থীরা ক্লাসের বাহিরে গিয়া স্কুল লাইব্রেরিতে বসিয়া এই বইগুলি পড়িতে পারেন অনায়াসেই এবং এই ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যেখানে অনৈতিক শিক্ষা-বাণিজ্য, সেখানে জোর-জবরদস্তি এমনিতেই আসিয়া যায়। আর এইসব অননুমোদিত বইয়ের মূল্যও থাকে অস্বাভাবিক চড়া।

অভিযোগ হইল, প্রকাশকদের সহিত লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন করিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া চাপাইয়া দিতেছে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে। ইহার সহিত একশ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সরাসরি স্কুল ব্যবস্থাপনা ও তদারকির সহিত সংশ্লিষ্ট একটি সিন্ডিকেট জড়িত। তাহারা শিক্ষার চাইতে নিজেদের আর্থিক লাভকে বড় করিয়া দেখিতেছেন। দেনদরবারের মাধ্যমে অধিক লাভের আশায় তাহারা সিলেবাস দিতেও কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন। অথচ বৎসরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে সিলেবাস তুলিয়া দেওয়া তাহাদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। তাহাছাড়া সরকার 'অনুমোদনহীন সহায়ক বই পড়া যাবে না, পাঠ্যসূচিতে রাখলে শাস্তি'-এমন কঠোর নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। এখন এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবে কে?